[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

দর্শনা-চুয়াডাঙ্গা মহাসড়ক চলাচলের অনুপযোগী ও ঝুকিপূর্ণ

দর্শনা ডুগডুগি পশু হাট থেকে চুয়াডাঙ্গা জেলখানা পর্যন্ত মহা- সড়কটি গত দেড় বছরে ১২ বার সংস্কার করা হলেও চলাচলে অনুপযোগী ও ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়েছে। গত দেড় বছর আগে এ সড়কটি নির্মাণ করা হয়।

এরপর থেকে প্রায় ১৩ কিলো সড়কটির প্রথমে ৮৭টি স্থানে ফুলে উঠে বড় বড় ডিব্বি হয়ে যায়। ঐ স্থানে খুঁড়ে নতুন করে পিচ খোয়া দিয়ে মেরামত করা হয়। এরপর থেকে একের পর এক ২০০ থেকে ৩০০টি স্থানে খুড়ে মেরামত করা হয়।

বর্তমানে এক কিলোর সড়কের মধ্যে ১০০-১৫০টি স্থানে বড় বড় ডিব্বি ও খানা খন্দে পরিনত হয়েছে। গতকাল জয়রামপুর মজা পুকুরের নিকট মহা সড়কটি আবার খুড়ে খুড়ে মেরামত করছে। এ নিয়ে ১৩ কিলো মিটার এ সড়কটি ১২ বার মেরামত করা হচ্ছে। বিগত আওয়ামীলীগ সরকারের শেষ সময়ের দিকে এ সড়কটি নির্মাণ করা হয়েছিল। বর্তমানে এ সড়কটি মরণ-ফাঁদে পরিণত হয়েছে। প্রতিনিয়ত এ সড়কে দুর্ঘটনার স্বীকার হচ্ছে চলচলকারী জন-সাধারণ।

সুনামগঞ্জ-সিলেট মহাসড়কে ৬ মাসে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ৪১

সুনামগঞ্জ জেলার গুরুত্বপূর্ণ সড়ক সুনামগঞ্জ-সিলেট মহাসড়ক। সড়কটি সিলেট ও রাজধানী ঢাকার সঙ্গে যোগাযোগের মাধ্যম। এই সড়ক দিয়ে জেলার ১২টি উপজেলার মধ্যে ৮টি উপজেলার মানুষ জেলা ও রাজধানীতে যাতায়াত করে। সড়কটি দিন দিন যেন এক মৃত্যুপুরিতে পরিণত হচ্ছে।

গত ৬ মাসে এই সড়কে দুর্ঘটনায় ৪১ জনের মৃত্যু হয়েছে।

সুনামগঞ্জ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ড. শেখ আব্দুল লতিফ-প্রক্টোর জানান, গাড়ির চালকরা মাদকাসক্ত কি না সেটাও দেখা দরকার। সড়ক নিরাপদ রাখার জন্য আইন আছে সেই আইন প্রয়োগ করলে দুর্ঘটনা কমে আসবে।

সুনামগঞ্জ বিআরটিএ সহকারী পরিদর্শক দেলোয়ার হোসেন জানান, যেসব চালক হালকা যানের লাইসেন্স নিয়ে ভারী যান চালাচ্ছে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

সুনামগঞ্জ জেলা ট্রাফিক অফিস পরিদর্শক মো. হানিফ মিয়া জানান, চালকের অদক্ষতার কারণে সড়ক দুর্ঘটনা ঘটছে। তবে তাদের বিরুদ্ধে নিয়মিত অভিযান অব্যাহত আছে।

সূত্র: কালের কন্ঠ ।

শৈলকুপায় মহাসড়কের উপরে গড়ে তোলা অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ

ঝিনাইদহের শৈলকুপায় মহাসড়কের উপরে গড়ে তোলা অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করেছে সড়ক বিভাগ।

সোমবার (১৯ মে) সকালে শৈলকুপা উপজেলা আসাননগর এলাকায় উপজেলা প্রশাসনের সহযোগীতায় এ অভিযান চালানো হয়।

সড়ক বিভাগ জানায়, মহাসড়কের আসাননগরে মহাসড়কের জায়গা দখল করে পাকা স্থাপনা তৈরী করেছিলো স্থানীয় বাসিন্দা খায়রুল ইসলাম। বারবার জানানোর পরও তিনি স্থাপনা নির্মাণ বন্ধ করেন নি। যে কারণে সোমবার শৈলকুপার এসিল্যান্ড সিরাজুস সালেহীন’র নেতৃত্বে উচ্ছেদ অভিযান চালানো হয়। গুড়িয়ে দেওয়া হয় পাকা স্থাপনা।

সেসময় ঝিনাইদহ সড়ক ও জনপথ বিভাগের সহকারী প্রকৌশলী আহসান-উল-কবীর, সার্ভেয়ার সোহেল রানাসহ শৈলকুপা থানার পুলিশ সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

সহকারী প্রকৌশলী আহসান-উল-কবীর বলেন, মহাসড়কের জায়গা দখল করে অবৈধভাবে নির্মিত পাকা স্থাপনা উচ্ছেদ করা হয়েছে। মহাসড়কের আশেপাশে যেকোনো অবৈধ স্থাপনা নির্মাণ বন্ধে আমাদের অভিযান অব্যাহত থাকবে। বারবার সতর্ক করার পরও নির্মাণ কাজ বন্ধ না করায় আজকের এই উচ্ছেদ অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে। তিনি আরও বলেন, মহাসড়কের সুরক্ষা ও নিরাপত্তার স্বার্থে ভবিষ্যতেও অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদে নিয়মিত অভিযান চলবে। আমরা সকলকে অনুরোধ করছি, মহাসড়কের জায়গা দখল করে কোনো ধরনের স্থাপনা নির্মাণ করবেন না।

ঝিনাইদহের শৈলকুপায় মহাসড়ক অবরোধ

ঝিনাইদহের শৈলকুপা উপজেলায় শেখপাড়া দুঃখী মাহমুদ (ডিএম) ডিগ্রি কলেজের মাঠে বসতি স্থাপনা নির্মাণের প্রতিবাদে শিক্ষার্থীরা মহাসড়ক অবরোধ করে প্রতিবাদ জানিয়েছে।

আজ সোমবার সকাল ১১টায় ঝিনাইদহ-কুষ্টিয়া মহাসড়কের শেখপাড়া এলাকায় তারা ঘণ্টাব্যাপী এ অবরোধ কর্মসূচি পালন করে।
এ সময় শিক্ষার্থীরা মহাসড়কের উপরে আগুন জ্বালিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শণ করে।

অবরোধ চলাকালে শিক্ষার্থীরা, ‘কলেজ মাঠে স্থাপনা মানি না মানব না’, ‘অবৈধ স্থাপনা মানি না মানব না’ ইত্যাদি স্লোগান দিতে থাকে। পরে বেলা সাড়ে ১২টায় যৌক্তিক সমাধানের প্রতিশ্রুতিতে মহাসড়ক ছেড়ে দেয় শিক্ষার্থীরা। তবে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে স্থাপনা না সরালে আবারও রাস্তায় নামবে বলে শিক্ষার্থীরা জানিয়েছে।

জানা গেছে, কলেজ মাঠের ২৭ শতাংশ জমি নিয়ে বিরোধ রয়েছে। কয়েকদিন আগে জমির প্রকৃত মালিক কলেজ মাঠে স্থাপনা নির্মাণ করলে শিক্ষার্থীরা প্রতিবাদে সরব হয়। আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীরা বলেন, কলেজ মাঠে স্থাপনা নির্মাণের ফলে আমরা খেলাধুলা করতে পারছি না। কলেজের সৌন্দর্য নষ্ট হচ্ছে। কলেজ মাঠে স্থাপনা নির্মাণ আমরা মানব না, আমরা সুষ্ঠু সমাধান চাই। তা না হলে আমরা আরও কঠোর

আন্দোলনে যাব।

শেখপাড়া দুঃখী মাহমুদ (ডিএম) ডিগ্রি কলেজের অধ্যক্ষ মো. আসাদুর রহমান জানান, জমিটি এওয়াজ করা হয়েছিল, রেজিষ্ট্রি না থাকায় সেখানে স্থাপনা নির্মাণ করা হয়েছে, একারণে শিক্ষার্থীরা মহাসড়ক অবরোধ করেছে। আশা করি দ্রুতই এর সুন্দর সমাধান হয়ে যাবে। স্থাপনা নির্মাণকারীদের কাউকে পাওয়া যায়নি তাই এ বিষয়ে তাদের বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

কুষ্টিয়ায় মহাসড়কে ট্রাক থামিয়ে ডাকাতি, আহত ৩

কুষ্টিয়ার ইবি থানার শান্তিডাঙ্গা এলাকায় চলন্ত পিকআপ চালকের চোখে মুখে মরিচের গুড়া ছিটিয়ে পাঁচটি গরু ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে।

গতকাল শনিবার দিবাগত রাত সাড়ে দশটার দিকে কুষ্টিয়া-ঝিনাইদহ মহাসড়কে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন এলাকায় ডাকাতির এ ঘটনা ঘটে।

ডাকাতদের বেধড়ক মারপিটে বাবা ছেলেসহ ৩ জন আহত হয়েছে। তাদেরকে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

আহতরা হলেন, নওগাঁ জেলার ধামইরহাট থানার চানকুড়ি এলাকার আব্দুর রহিম (৫৫), তার ছেলে রেজওয়ান (২৩) ও পিকআপ চালক মুকুল হোসেন (৪০)।

আহতরা ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, আব্দুর রহিম ও তার ছেলে রেজওয়ান গরু ব্যবসায়ী। তারা শনিবার জয়পুরহাটে গরু বিক্রি করেন। গরু ক্রেতার বাড়ি যশোরে। গরুগুলো যশোরে পৌঁছে দিতে একটি পিকআপ ভ্যানে করে রওনা দেন তারা।

কুষ্টিয়া-ঝিনাইদহ মহাসড়কের শান্তিডাঙ্গা এলাকায় ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের আগে কয়েকজন ব্যক্তি পিকআপের চালককে লক্ষ্য করে মরিচের গুড়া ছুড়ে মারে। এতে চালক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সড়কের পাশে থেমে যান। এর পরপরই ৮-৯ জনের সংঘবদ্ধ ডাকাত তাদের মারপিট করে এবং

অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে পিকআপ ভ্যান থেকে গরুগুলো নামিয়ে তাদের ট্রাকে তুলে ঘটনাস্থল থেকে দ্রুত চলে যায়। পিকআপে ৫টি গরু ছিল যার দাম প্রায় সাড়ে ৩ লাখ টাকা।

কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রেজওয়ান বলেন, আহত অবস্থায় তারা সড়কে পড়ে ছিলেন। খবর পেয়ে স্থানীয়রা তাদের উদ্ধার করে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করে। এ ঘটনায় ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় থানায় একটি অভিযোগ দায়ের হয়েছে।

কুষ্টিয়ার পদ্মায় তীব্র ভাঙন: হুমকির মুখে বসতবাড়ি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও মহাসড়ক

কুষ্টিয়ায় পদ্মায় আবারও ভয়াবহ ভাঙন দেখা দিয়েছে। জেলার মিরপুর উপজেলার বহলবাড়িয়া মির্জানগর এলাকায় পদ্মার পানি কমার সঙ্গে সঙ্গে ভাঙনও তীব্র হচ্ছে। ইতোমধ্যে তলিয়ে গেছে বৈদ্যুতিক টাওয়ার, ফসলি জমি। হুমকির মুখে পড়েছে বসতবাড়ি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও কুষ্টিয়া-ঈশ্বরদী জাতীয় মহাসড়ক।

সম্প্রতি পানির তোড়ে হঠাতই তলিয়ে যায় জাতীয় গ্রিডের ২ নাম্বার বৈদ্যুতিক টাওয়ার। পানির তোড়ে তলিয়ে যাচ্ছে একরের পর একর ফসলি জমি। স্থানীয় মাদরাসা ও বসতবাড়িও হুমকির মুখে পড়েছে। মাস দেড়েক আগে আরও একটি বৈদ্যুতিক টাওয়ার তলিয়ে যায় পানির তোড়ে। অব্যাহত ভাঙনে চরম আতঙ্কের মধ্যে রয়েছেন ওই এলাকার হাজারো মানুষ।

মিরপুর উপজেলার বহলবাড়িয়া গ্রামের কৃষক ইসাহক জানান, ইতোমধ্যে নদীগর্ভে বিলীন হয়ে গেছে বেশ কয়েক বিঘা জমি। বসতবাড়িই এখন সম্বল। যেভাবে ভাঙছে নদী তাতে শেষ সম্বল বসতবাড়ি যেকোনো সময় বিলীন হয়ে যাবে।

একই এলাকার সুমনা খাতুন জানান, সহায় সম্বল বলতে বাড়িটুকুই। জমি জায়গা যা ছিল তা আগেই নদী কেড়ে নিয়েছে। বাড়িটুকু হারালে পরিবার

নিয়ে কোথায় গিয়ে দাঁড়াবো।

বহলবাড়িয়া জামিউল মাদরাসার সহকারী শিক্ষক ফিরোজ আহমেদ জুয়েল জানান, মাদরাসার খুব কাছাকাছি চলে এসেছে পদ্মা নদী। যেভাবে ভাঙছে তাতে যেকোনো মুহূর্তে নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যেতে পারে মাদরাসাটি। এনিয়ে চরম আতঙ্কের মধ্যে রয়েছেন বলেও জানান তিনি।

এদিকে, ভাঙন কবলিত এলাকা পরিদর্শনে যান বিআইডব্লিউটিএ ও কুষ্টিয়া পানি উন্নয়ন বোর্ডের কর্মকর্তারা।

কুষ্টিয়া পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী রাশিদুর রহমান জানান, পদ্মায় পানি কমার সঙ্গে ভাঙনও তীব্র হচ্ছে। প্রাথমিক পর্যায়ে যেসব এলাকায় ভাঙন তীব্র হচ্ছে সেই এলাকায় ভাঙন রোধে জিও ব্যাগ ফেলানো হচ্ছে। তবে স্থায়ী বাঁধ নির্মাণে ইতোমধ্যে উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। পানি কমলেই কাজ শুরু করা হবে।

গত এক সপ্তাহে মিরপুর উপজেলার সাহেব নগর, মির্জানগর, তালবাড়িয়া এলাকায় প্রায় ১০০ একর জমি নদীগর্ভে বিলীন হয়ে গেছে।

ঝিনাইদহ-চুয়াডাঙ্গা মহাসড়কে ট্রাকের ধাক্কায় প্রাণহানি ২, আহত ১

ঝিনাইদহ সদর উপজেলার ঝিনাইদহ-চুয়াডাঙ্গা মহাসড়কের সাধুহাটি মোড় নামকস্থানে দাড়িয়ে থাকা ছোট ট্রাকের পিছনে বড় ট্রাকের ধাক্কায় ২ জন নিহত হয়েছেন। সেসময় আহত হয় আরো একজন।

আজ মঙ্গলবার (২৪ সেপ্টেম্বর) ভোর আনুমানিক ৫ টা দিকে এ ঘটনা ঘটে। নিহতরা হল, ফরিদপুর জেলার সালতা থানার বড়-কাউনিয়া গ্রামের বাসিন্দা আনিছুর রহমান (৬৫) এবং একই উপজেলার ভাওয়াল গ্রামের ফারুখ মাতুব্বর (৪৫)।

আহত ব্যক্তি একই উপজেলার ভাওয়াল গ্রামের মতিয়ার রহমান। তাকে

উদ্ধার করে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তবে ঘটনাস্থলে দুর্ঘটনাকবলিত ট্রাকের চালককে পাওয়া যায়নি। নিহত ও আহত ব্যক্তিরা ফরিদপুর জেলার শাওতাল এলাকা থেকে কলা কিনতে মেহেরপুর যাচ্ছিলেন।

জানা যায়, সকালে ফরিদপুর থেকে ঝিনাইদহ হয়ে মিনি ট্রাকে মেহেরপুরের দিকে যাচ্ছিল চালকসহ ৪ ব্যক্তি। পথিমধ্যে ঝিনাইদহ-চুয়াডাঙ্গা মহাসড়কের সাধুহাটি নামক স্থানে পৌছালে স্পিডব্রেকার অতিক্রম করে সামনের দিকে থাকা একটি ট্রাকের পিছনে ধাক্কা খায়। এতে ঘটনাস্থলেই দুই জন নিহত হয়। সেসময় আহত হয় আরও এক জন। তবে সেসময় ট্রাকের চালক পালিয়ে যায়।

ঝিনাইদহ ফায়ার সার্ভিসের পরিদর্শক তানভীর হাসান জানান, আহত ব্যক্তিকে উদ্ধার করে সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। মৃতদেহ দুটি উদ্ধার করে পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়।

ঝিনাইদহ সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোঃ শাহীন উদ্দিন জানান, আমি দুর্ঘটনার কথা শুনেছি। সেখানে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। সেখান থেকে লাশ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।

কালীগঞ্জে মহাসড়কের পাশ থেকে অজ্ঞাত ব্যক্তির মরদেহ উদ্ধার

ঝিনাইদহের কালীগঞ্জে মহাসড়কের পাশ থেকে অজ্ঞাত এক ব্যক্তির মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ সোমবার (২৩ সেপ্টেম্বর) সকালে ঝিনাইদহ-যশোর মহাসড়কের পিরোজপুর এলাকা থেকে অজ্ঞাত নামা পঞ্চাশোর্ধ ওই ব্যক্তির লাশ উদ্ধার করা হয়।

পুলিশ ও স্থানীয়রা জানায়, সকালে স্থানীয় কৃষকরা মাঠে কাজ করতে যাওয়ার সময় রাস্তার পাশে মরদেহ পড়ে থাকতে দেখে পুলিশকে খবর দেয়। পরে বারবাজার হাইওয়ে পুলিশ এসে তার মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠায়।

নিহতের মাথায় ও বুকে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। রাতের কোন এক সময় গাড়ির ধাক্কায় সে নিহত হয়েছে। তবে মানসিক ভারসাম্যহীন হতে পারে বলে প্রাথমিক ভাবে ধারণা করছে পুলিশ।

দর্শনা-দামুড়হুদা মহাসড়কে ত্রিমুখী সংঘর্ষ নিহত ১

দর্শনা দামুড়হুদা মহাসড়কের কাঠাল তলায় মোটরসাইকেল ভ্যান মাইক্রোবাস ত্রিমুখী সংঘর্ষে আবু তাহের নামের একজন ভ্যান চালকের মর্মান্তিক মৃত্য হয়েছে।

জানাগেছে গতকাল শুক্রবার সকাল ৯ টার দিকে ভ্যানে করে যাত্রী নিয়ে জয়রামপুর কাঁঠালতলা নামক স্থানে পৌছালে বিপরীত দিক থেকে আসা দ্রুতগামী একটি মোটরসাইকেলর সাথে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে ভ্যান চালক আবু তাহের রাস্তায় ছিটকে পড়ে গেলে অন্য দিক থেকে আশা মাইক্রোবাস তার পায়ের উপরদিয়ে চলে যায়। এতে ঘটনাস্থলে মারাত্মকভাবে আহত হয়। আহত আবু তাহেরকে পথচারীরা উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে ভর্তি করে। চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে চিকিৎসা চলাকালীন সময়ে বিকাল ৩ টার দিকে তার মৃত্য হয়। নিহত আবু তাহের দর্শনা পৌরসভার পরানপুর গ্রামের কাউছার আলীর ছেলে।

বাদ মাগরিব পরানপুর স্কুলমাঠে আবু তাহের জানাযা শেষে স্থানীয় কবরস্থানে দাপন সম্পূর্ণ হয়। আবু তাহেরের আকস্মিক মৃত্যুতে ঐ গ্রামে নেমে আসে শোকের ছায়া।